Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 77 - 88
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ত্রিপুরার নির্বাচিত সাম্প্রতিক মহিলা কবির কবিতায় নারী প্রসঙ্গ

ড. জয় কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়, আগরতলা
Email ID: joykr87@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Women poet, women context, Tripura, protest, women liberation, women's freedom, struggle, female voice, dream.

Abstract
In recent times several poets have added a new dimension to Tripura's poetry. A special aspect of modern Bengali poetry is women's consciousness. Poetry art is a successful means of self-expression. The words of women are in the pen of women, even in the pen of men, the strange side of women's life can be seen in the Bengali poetry of Tripura. For example, famous Tripura poet Arpita Acharya's poems 'Griha', 'Churi', 'Mudra', 'Blank Verses', and 'Nari O Gach' are about different aspects of women's life. Josna Begum, a young poet from Tripura, has the main themes of her poetry: protest, women's liberation, and women's freedom. That tone is echoed in her poem 'Tala'. Tripura's famous poet Aparajita Roy's poem is about the struggle of women's life. The language of poet Yogamaya Chakma's poetry is - All the men of the world who are advancing with a wife, are reaching the ultimate limit of progress. Parveen Naha asks the question to society in her poem: Should a woman be a sexual object forever? In the true sense of love, will she only be a sexual partner? Can't be a housewife? Meenakshi Bhattacharya has painted the narrative of women's cries, shame, neglect, and broken dreams in her poetry. Poet Manju Das's poem 'Swamir bhalobasha' is a strong protest against masculinity. 'Anya Krishnakali' by poet Pranati Rishi Das is a poem of female consciousness. Panchali Dev Varman's poetry also talks about women's life. Shiuli Sharma's poem "Shakti" contains women's protests. Deepalika Das talks about the love of women in her poems. She finds her nest in the eyes of the lover. Poet Sandhya Bhowmik in her poem 'Amar Antaratma Prati' shows the message of

women's liberation in the works of Nazrul, Sukanta, and Rabindranath. Poet Jaya Goala tells the story of a neglected woman in her poem 'Bakwas'. Poet Kakuli Gangopadhyay in her poem 'Bhasan' has presented the tragic story of Behula's life in the context of mythology. Gauri Devavarman in her poem depicts the house that the mountain woman dreams of building with new expectations. Poet Sarita Singh's poem 'Ami Maitai Nari' is a protesting female voice, a vivid reflection of the life of struggle. Cryri Mog Chowdhury has expressed the pain of the mother's chest in her poem. In the Bengali poetry of Tripura, the topic of the son-in-law comes around the mother-in-law. Poet Gopa Roy's poem is about the Green Dreams of Women's Life. She wants new hopes to arise in women's hearts. Tripura's Bengali poetry has life; women's life has a history; mother's loving fragrance. The blessings of the mother goddess have given international status to the poems.

Discussion

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সমগ্র ইউরোপের সনাতন ও রক্ষণশীল ভাবধারার আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা দিল। ইংরেজি সাহিত্যেও তার ঢেউ এসে লাগলো। এরপর থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে যথার্থ 'মর্ডান' যুগ শুরু হল। এর সামান্য পূর্বে অমি লাওয়েল নাম্নী এক মহিলা কবির নেতৃত্বে আমেরিকায় 'ইমাজিস্ট গ্রুপ' নামে এক বিচিত্র ধরনের কবি সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হলেন। যে সমস্ত আধুনিক কবি কিছু পূর্বে নিন্দা বিদ্রুপের পাত্র ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ রক্ষণশীল বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে আধুনিক কবিতাকে জাতে তুললেন। এর তরঙ্গ এসে আঘাত করলো বাংলাদেশে। ফলে রবীন্দ্র যুগের শেষের দিক থেকেই কয়েকজন নবীন কবি আধুনিক ইংরেজি কবিতার আদর্শে বাংলা আধুনিক কবিতার জন্ম প্রদান করলেন।[১]

সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকজন কবি ত্রিপুরার কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বাংলা সাম্প্রতিক কবিতার একটি বিশেষ দিক নারী চেতনা। বহমান নদীর স্রোতের মতোই ত্রিপুরার বিভিন্ন কবির কবিতায় ও এই ধারাটি অব্যাহত। নারীরা চিরকাল অবদমিত এবং অসম্মানিত। তাই তারা কখনো সখনো পিছিয়ে পড়ে। এখন সম অধিকারের যুগ। সকল অগ্রগতি সকলের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার অর্জনে নারীরা আর কতদিন পিতৃতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রের দয়ার উপর নির্ভর করবে। এজন্য তারা যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ডাক যেন দিয়েছেন এ যুগের কবিরা। ভোটাধিকারের মতোই তারা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নন্দনতত্ত্বের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রয়াস যেন চালিয়েছেন কবিতার মাধ্যমে আজকের দিনের নতুন প্রজন্মের কবিরা। কবিতা সহৃদয় মননের একটি উচ্চতম শিল্প। কবিতা একটি তীক্ষ্ণতম অস্ত্র। ললনাদের আত্মপ্রকাশ এর সফল মাধ্যম হল কবিতা শিল্প। নারীর কথা নারীদের কলমে তো আছেই, এমনকি পুরুষের কলমেও নারীর জীবনের বিচিত্র দিকের কথা ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

'সেদিন সুদূর নয়
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।'

বিদ্রোহী কবির এই স্বপ্ন আজও আমাদের উন্নত সমাজের মানতে বুক যেন কেঁপে ওঠে। তাই নারীরা নিজেরাই নিজেদের জয় ঘোষণা করতে এতটুকু কণ্ঠিত নয়। কেননা নারী এখন আর তোতা ময়নাদের দলে নেই। তার আছে নিজস্ব চিন্তা, চেতনা, অনুভব, বাক্ শক্তি। শিক্ষা তাদের দিয়েছে সচেতনতা, অভিজ্ঞতা করেছে সমৃদ্ধ এবং আত্মসম্মানবোধ উস্কে দিয়েছে প্রতিবাদী স্পৃহাকে। সেই স্পৃহাকে জাগিয়ে রাখতে ও অন্তরের আগ্নেয়গিরির লুপ্ত লাভায় সমস্ত অহংকারের পতন ঘটিয়ে সত্য সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও সমাজের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক রূপে নিজেদের তুলে ধরতে তাদের কতই না প্রয়াস। নারী মিছিল আজ রাজপথের বুকে পা ফেলে এগোচ্ছে। এই প্রবন্ধে নারী জীবন এবং নারী মনের একটি রেখাচিত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অঙ্কন করার চেষ্টা করা হবে মাত্র, কিছু কবিতার স্তবকের ছবি দেখে দেখে। অবশ্যই সেই ছবি আঁকা হবে ত্রিপুরার সাম্প্রতিক নির্বাচিত মহিলা কবিদের কবিতার আলোকে।

ত্রিপুরার বাংলা কবিতার পরিসর বিশাল। মোটামুটি ভাবে নারী জীবন নিয়ে কবিতা লিখেছেন এমন কয়েকজন নির্বাচিত মহিলা কবির নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি এখানে। যেমন, অর্পিতা আচার্য,জ্যোৎস্না বেগম, অপরাজিতা রায়, যোগমায়া চাকমা, পারবিন নাহার, মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, মঞ্জু দাস, পাঞ্চালি দেববর্মন, দিপালিকা দাস, সন্ধ্যা ভৌমিক, জয়া গোয়ালা, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরী দেববর্মন, সারিতা সিংহ, ক্রাইরি মগ চৌধুরী এবং গোপা রায়।

মহিলা কবি, পুরুষ কবি কথাগুলো আসতেই প্রসঙ্গত মনে এসে গেল 'প্রেমের জন্য কি আপনি নারীবাদের সঙ্গে আপোষ করতে পারেন?' কবিতা প্রতিমাসে-র সুমিতাভ ঘোষালের নেওয়া তসলিমা নাসরিনের সাক্ষাৎকারের কথা। এই প্রশ্নের উত্তরে তসলিমা যা বলেছিলেন তা থেকে আমরা নারীবাদের সংজ্ঞা পেয়ে যাই -

> "প্রেমের সঙ্গে নারীবাদের কোন বিরোধ নেই, কখনো ছিল না। আমি আবার প্রেমিককে তীব্রভাবে ভালোবেসেও প্রচন্ড নারীবাদী হতে পারি। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতার নাম নারীবাদ। পুরুষের যা ইচ্ছে তাই এর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার নাম তো প্রেম নয়, পুরুষের আত্মম্ভরিতার সামনে নতজানু হওয়াকে, পুরুষের মাতব্বরিতে নিষ্পেষিত হওয়াকে আমি প্রেম বলি না।"[২]

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পীড়িত পৃথিবীর আধুনিক নাগরিক মননের চালচিত্র। এখনকার কবিতার বিষয় হচ্ছে ধূলি ধূসর নগর ও নগরের কুটিলবুদ্ধি; ইউরোপীয় আধুনিক কবির মতোই প্রেম মানসিকতার অনিত্যতা ও বহুমুখী বিড়ম্বনার চিত্রণ; বন্ধ্যা জগতের ফসলবিহীন প্রেমের যে শ্লেষগর্ভ ছবি এঁকেছেন এলিয়ট, আধুনিক বাংলা কাব্যে তার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে অসংয়িত ভাবে। নারী মনস্তত্ত্ব, তত্ত্ব এখানে প্রবল ভাবেই জড়িয়ে আছে ত্রিপুরার বাংলা কবিতার স্তবকে- স্তবকে।

কবিতার ক্ষমতা অনেক। কবিতা মানুষের চেতনার ঘরে ঘন্টাধ্বনি বাজাতে পারে। মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দিতে পারে। কবিতা সে যদি সত্যের পক্ষে হয় অসৎ আর অসাধুদের নিমিষে কাবু করে দিতে পারে। নারীপ্রসঙ্গ প্রধান কবিতার শক্তির কথাই এখানে বিশেষ ভাবে মনে আসবে। এই শক্তি বা কবিতা নামক অস্ত্রের শক্তিকে সম্বল করেই জোৎস্না বেগমের মতো তরুণী কবি বলতে পারেন যে,এই দেশ তথা বিশ্ব জুড়ে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা অপসংস্কৃতি রাহাজানি ক্রমশ জনজীবন হয়ে উঠেছে অসহ্য ও বিচ্ছিন্ন। পলিটিক্যাল রাউডিদের দৌরাত্মে হারিয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ। অতি প্রয়োজনে বাধা হয়ে গেছে সবকিছু। মানুষ হয়েছে যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক। এই বিচ্ছিন্ন জনজীবনকে শান্তি, সুস্থ ও প্রগতিশীল করে তুলতে আজ সাহিত্য বড় বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন মানবতার ও মূল্যবোধের। তাঁর কবিতার সুর ও তাই। প্রতিবাদ, নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা জোৎস্নার কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর 'তালা' কবিতায় সেই সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে-

'রং দেখিছ ঢং দেখিছ
আরো দেখাম কত।
মায়া লোকের মুখ বন্ধ
বন্ধ তালার মতো।
তালা খুলুম, ঝালা খুলুম
ভাঙুম,বিধান যত
আকাশ বাতাসে জালমু আগুন
আমি আমার মত।'

কবি জ্যোৎস্নার কবিতা চলমান সময়ের দলিল। একটু ব্যতিক্রমীপ্রতিবাদী চাদরে মোড়া। 'সানগ্লাস' কবিতায় এ চোখের গভীরে মহাসমুদ্র খুঁজতে বারণ আছে কবি জোৎস্নার। কারণ –

'আমার সমুদ্র চোখের গভীরতা হারিয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদী শিল্পপতিদের আবর্জনায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উড়ন্ত বকের পাখায় লুকানো
নরম রোদে ছায়া ফেলেছে পরমাণুর চাদর,
ঝরনার সুর খোঁজ না তুমি
সে যে কবে হারিয়ে গেছে
যুদ্ধগ্রস্ত দেশের সমস্ত শিশুদের কান্নায় অথবা
রিয়াং শরণার্থীদের
জ্বলন্ত বস্তির হাহাকারে!'

এখানে প্রসঙ্গত মনে পড়ে তসলিমা নাসরিনের এই কথা, 'যা লিখি মানবতার পক্ষে লিখি, সমতা আর সাম্যের পক্ষে লিখি... মানুষ আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দলামোচা করে যতবার ছুড়ে ফেলে দেয়, হৃদয়ের রক্তে ভেজা শব্দ আমার ক্ষত সারিয়ে দেয়, আমাকে শক্তি দেয়, ভাষা দেয়, জীবন দেয়।'

প্রকৃতপক্ষে শিকার, পশুপালন এবং কৃষি ক্ষেত্রের শুভ সূচনা করেছে নারী। খাদ্যের প্রয়োজনে মহিলাদের জলাশয় থেকে মাছ আহরণের মাধ্যম শিকার স্তরে পদার্পণ ঘটেছিল। মাছ আহরণের বাস্তবতার পথ বেয়েই পশু পাখি শিকার করে প্রতিদিনের আহারের সুরাহা করার ধারণাটি এসেছিল। কিন্তু বন্য পশু পাখি শিকার পর্যায়ে পুরুষরা কর্তৃত্ব কেড়ে নিল। পশু পালন স্তরে প্রবেশ করার মূলেও নারীরই অগ্রবর্তী ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। বন থেকে শিকার করে আনা পশু বা পাখির জ্যান্ত বাচ্চাকে মেয়েরা হত্যা না করে পোষে বড় করে তুলতে গিয়েই পশু পালন করে তার উপসত্ব ভোগের বিষয়টা মাথায় এলো। অনেক কিছুর শুরুই করলো নারী কিন্তু দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান পুরুষ সবই কেড়ে নিল নিজের দাপটে।[৩]

শস্যের বীজ এখানে ওখানে পরে নতুন চারাগাছ কুঁড়ি মেলতে দেখে মেয়েরাই শুরু করেছিল বীজ রেখে তা থেকে শস্য ফলানোর প্রয়াস। সোনালী ফসলের স্বপ্নে বিভোর নারীর কলমে তাই ফসলের পংক্তি জীবনের রং ছড়ায় -

'আজ অনেকদিন ধরে বাইরে যেতে পারছি না
তবুও গর্ভবতী নারীর নিহত নিদ্রা আমাকে ভোলাতে পারেনি। ...
আমি মগ্ন কৃষকের লাঙ্গলের ফলায় চোখ রেখে অপেক্ষা করি সোনালী ফসলের
পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হাহাকার
আমার কবিতা'
(ফসল, জ্যোৎস্না বেগম)

ত্রিপুরার সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল নাম অপরাজিতা রায়। তিনি একাধারে কবি ও প্রবন্ধ সাহিত্যের অনন্য শিল্পী।কবি দেখতে পান নারীকে প্রতিনিয়তই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। প্রতিকূলতার গণ্ডি ভেঙে তাকে উঠতে হয় শ্বাস টেনে টেনে -

'নামাতে পারি
আমার অনেক জানাশোনার বোঝা,
যা নিয়ে আমি উঠেছি, শুধু উঠেছি,
শ্বাস টেনে টেনে শুধু উঠেছি'।
(অপরাজিতা রায়)

স্ত্রী জাতির উন্নতির পথে অগ্রসর হবার পথ দেখিয়ে বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের মত করে যেন অপরাজিত রায় ও বলেন যে, স্ত্রী জাতিকে দেশের উপযুক্ত কন্যা হয়ে উঠতে গেলে সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলবার ইচ্ছা - তাদের দৃঢ় করতে হবে। সংকল্প করতে হবে, তারা যে গোলাম জাতি নয় এই বিশ্বাসে স্থিত হতে হবে। নারী পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী বেগম রোকেয়ার মত অপরাজিতা রায় ও। সমাজ কল্যাণে সমাজ স্থিতিতে নারীর যে স্বাতন্ত্র্যটুকু দরকার, যে অধিকারটুকুর জন্য সেও যে একজন মানুষ তা প্রতিপন্ন হবে- সেই সমানাধিকারের স্বাধীনতাকে

কবিতায় স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি অপরাজিতা। কবির কবিতা যেন নারীবিশ্ব জীবনযাত্রার এক কথামালা। প্রসঙ্গত মনে আসে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতার কথা। নজরুল লিখেছেন -

'সমাজের অর্ধেক অঙ্গ পুরুষ, অর্ধ অঙ্গ নারী।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর...
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল'।

উভয়ের সহযোগেই সমাজের, দেশের উন্নতি। সুতরাং পুরুষের সঙ্গে নারীকেও সমান পদক্ষেপে উন্নতির সোপান বেয়ে এগোতে হবে। তার উপর দেশের যে ভাবি প্রজন্ম শিশু তার উন্নতির জন্য ও তো পিতা-মাতা উভয়েরই দরকার। সুতরাং কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবন পথে সর্বত্রই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও এগিয়ে যেতে হবে। নারী দুর্বল, ভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি - এই সব হীনচেতা মনোভাব মন থেকে দূর করে বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা নারীকে যথার্থ জ্ঞান চর্চায় অনুর্বর মস্তিষ্ককে সুতীক্ষ্ণ করে এগিয়ে চলতে হবে। জগতের যে সকল পুরুষেরা সঙ্গিনী সহ অগ্রসর হচ্ছেন, তারাই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হচ্ছেন ।অথচ এই সঙ্গিনীর পায়ে আজও 'অসংখ্য শেকলের দাগ'। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কবি যোগ্যমায়া চাকমাকে লিখতে হয় -

'সবাই দেখে পায়ে নেই
তার কোন শেকল
তবু সে যে জানে
কত অদৃশ্য বেড়ী
অসংখ্য শিকলের দাগ।
মুক্তির জন্য গান ধরেছে
অর্ধেক আকাশ তুমি নারী'।

রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যে শুধু সীতা বা দ্রৌপদীর নন, গান্ধারী, কুন্তি, তারা, শূপর্ণখা প্রত্যেক নারীকেই মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অসম্মান করা হয়েছে। বৈদিক যুগের মেয়েদের যে সামান্য স্বাধীনতা ছিল তাও হরণ করেছেন মনু, প্রাচীন যুগে রাজ রাজাগণ প্রচুর সম্পদ-গাভী-স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্গে যুবতী নারী ও দান করতেন।[৪] মন্দিরের পূজা আর্চার সেবার জন্য পুরোহিত নিয়োগের ছলে তাগড়া সাহসী যুবকদের নির্বাচন করা হতো। সুযোগ মতো এরা দেবদাসীদের প্রতি কাম-লালসা লোভের হাত বাড়াতে দ্বিধাবোধ করত না। দেবদাসীরা রক্ষক পুরুষদের সঙ্গ দিত। তাইতো যোগমায়া চাকমা লেখেন-

'প্রিয় নারী শুধু পুরুষের জন্য
যে কেবলি জীবনসঙ্গী
যে কেবলই অর্ধাঙ্গিনী
ভোগের থালায় বিলীন
তার সুভাষিত শরীর।'

মানুষের মন ভাঙ্গে। দুঃখ ঝড়ে মন ভাঙার কাহিনী অনেক। নারীরও মন ভাঙ্গে, প্রেমের ব্যর্থতায়, কিংবা নক্সীকাঁথার চোরাবালির ক্লান্ত স্রোতে; যেভাবেই হোক। ভাঙ্গে মন, ভাঙ্গে বুক, আর এই ভাঙ্গা বুকের ব্যথা যোগমায়া চাকমা কবিতায় ভাষারূপ ধারন করে। তাঁর 'গোপন ক্যানভাস' গুলো যেন ভাঙ্গা হৃদয় গড়ার কারিগর -

'হৃদয় নিংড়ানো বলতে না পারা গোপন সব কথা সব ব্যথা
কণ্ঠে চেপে বসলে
আমি নিরন্ন উপোস শরীরে

মাটির ভেতরে বুনো আলু
আর ভুইচাঁপা মাটির গন্ধে
হলুদ শস্যের ক্ষেতের ধারে পৃথিবীর ধুলোবালি সব রং কুড়িয়ে রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছি
ভাঙ্গা হৃদয়ের গোপন ক্যানভাস গুলো'

ফেরারি আসামীর খোঁজে কবির গন্তব্যস্থল অবৈধ বাজার। যে পুরুষ স্বপ্ন কিনতে এসে ফেরার আসামি হয়, অন্ধ গলিতে যার বিচরণ অথবা যেতে হয় যাকে অন্ধ গলি দিয়ে আলোর ঝিলিক সরিয়ে সরিয়ে; কবির মানস কন্যার তাকেই প্রয়োজন। হয়তো তাকে প্রেম নিবেদন করবে; হয়তো বা ভালোবাসা দেবে কিংবা স্বামী বানাবে -

'জীবিকার সন্ধানে স্বপ্ন কিনতে এসে
যে আজ ফেরার আসামী, আমার তাকেই প্রয়োজন
এই বাজারে আমি তার
খোঁজে ঘুরি ফিরি'।
(বাজারজাত অবৈধ জিনিস)

ভালবাসার মানুষ না হতে পারার যন্ত্রণার কথা আছে পারবিন নাহার কবিতায় -

'আমি সত্যি সত্যি তারে ভালোবেসে
ছিলাম
কিন্তু না, সে আমাকে ঘরে তুলে নেয়নি
অন্ত:সত্তা করে ও আমাকে অস্বীকার করেছে'।

এভাবেই নারীকে দিনের পর দিন যৌন বস্তু হয়েই কি থাকতে হবে? 'সাবানা'কে তার সামাজিক স্বীকৃতির জন্য এখনো কবিতার শরীরে চিঠি লিখতে হয়!

'আমার কথা ভেবে নয়,
পৃথিবীর ওই শোষিতা লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা আর
ধর্ষিতা নারী সমাজের কথা ভেবে আমার জন্য একটা কবিতা লিখুন'।
(পারবিন নাহার)

পাশাপাশি এই একই ভাবনার সেই কবিতাকে মানতে তসলিমা নাসরিনের অসুবিধা হয়, যে কবিতা হৃদয় থেকে লেখা নয়, সত্যিকার বিশ্বাস থেকে লেখা নয়। নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা কবিতায় অনেক পুরুষ কবিই লেখেন, বাস্তবে তারা নারীকে যৌন বস্তু ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। সমানাধিকারের এক কণাও তারা আসলে বিশ্বাস করেন না। সেই কবিতা যত উঁচু মাপের কবিতাই হোক না কেন, পড়তে তসলিমার ঘেন্না করে। সুখ দুঃখের কথায় অধীর ও গভীর ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন ত্রিপুরার মহিলা কবিগণ। নিপীড়িত মেয়েদের ইতিহাস তাদের কবিতায় বশীভূত। মেয়েদের সমস্যা আর বঞ্চনার এক দগ্ধ উপাখ্যান যেন তাদের লেখায় ফুটে ওঠেছে। এই নিপীড়িত দগ্ধ ইতিহাসের কবিতা অনেক। যেখানে আছে স্বপ্ন, মানুষের স্বপ্ন ভাঙার কথা, প্রতিবাদী সুর, বিক্ষোভ, যন্ত্রণা পুরুষত্বের দাপটের বিরুদ্ধে ঝড়ের উন্মাদনা -

'আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে পঞ্চপান্ডবের দ্রৌপদীর মত
পাশাখেলায়
রাজসভায় এনেছিল সিকিউরিটি হিসাবে,
হেরে গেলেই বস্ত্রহরণ, কি বাহাদুরি পুরুষত্বের
আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে ক্ষুধার্ত হায়েনার মত
স্বামীর অধিকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমার দেহের উপর।
আর ক্ষুধার তীব্র লালসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঝলসে গেছে আমার দেহ
খানে খানে জমে গেছে ছোপ ছোপ নীলচে রঙের দাগ’
(স্বামীর ভালোবাসা, মঞ্জু দাস)

কবি প্রণতি ঋষি দাসের ‘অন্য কৃষ্ণকলি’ একটি নারী চেতনার কবিতা -

‘জন্মেছিল কৃষ্ণকলি
সেবাদাসী হতে
ঝড় বাদলে কাটিয়ে দিল
মনুর শাস্ত্রমতে
উঠতে মানা বসতে মানা
সবকিছুতেই মানা
দলিত কন্যা কৃষ্ণকলি
ঝড়ের ঠিকানা’।

শিউলি শর্মার ‘শক্তি’ কবিতায়ও রয়েছে নারীর প্রতিবাদ -

‘বিয়ে করা বউ নই
পণের জন্য চুপ করিয়ে দেবে’

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি অর্পিতা আচার্যের বেশ কিছু কবিতায় রয়েছে নারী প্রসঙ্গ। ‘গৃহ’, ‘চুড়ি’, ‘মুদ্রা’, ‘ব্ল্যাঙ্ক ভার্সেস’ এবং ‘নারী ও গাছ’ কবিতাগুলির কথা এখানে মনে আসে। কবির ‘ঘরএকটি মেয়ে শব্দ’ (গৃহ) পক্তির আড়ালেই রয়েছে নারীর অনুষঙ্গ। অসহ্য কামনার তিক্ত বোলের অনুভূতি কবিকে ভাবায়। তিনি লেখেন -

‘অসহ্য অদম্য এই কামনার
মন্দ্র, তিক্ত বোল’। (চুড়ি)

শিব তলার মোড়ে সতী-সাধ্বী নারীরা শিবলিঙ্গে জল ঢালে, তবুও আশীর্বাদের বদলে তাদের আঁচলে লেগে থাকে রক্তের গন্ধ -

‘শিবতলার মোড়ে লিঙ্গের মাথায় জল ঢালছে সাবিত্রী নারীরা
তাদের লাল পাড় শাড়িতে দুধের গন্ধ
আলতার গন্ধ, রক্তেরও গন্ধ’ (মুদ্রা)

নারীর প্রসঙ্গ রয়েছে ‘ব্ল্যাঙ্ক ভার্সেস’ কবিতায় কবি অর্পিতা আচার্য লিখছেন -

‘যোনিদ্বার থেকে ঝরে পড়া রক্তে যদি ভিজে যায় নলখাগড়ার বন তবে আগামী মরশুমে
শুধু একটা মুষল পর্বের অপেক্ষা’।

দুঃখ শব্দটি মেয়ে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জুড়েই থাকে। কবির ভাষায় -

‘আত্মম্বরী মেয়ে গাছ
অকারণে বেড়ে ওঠে
চিরদিন দুঃখ আহারে’
(নারী ও গাছ)

মেয়েদের স্বপ্ন ভাঙ্গার কাহিনী আছে মীনাক্ষী ভট্টাচার্যের কবিতায়। ‘ভালোবাসা শিমূল তুলো’তে সীমার স্বপ্নসৌধ চুরমার হতে দেখেছি আমরা। বিয়ের ছ-মাসের মধ্যেই নষ্ট হয় সেন্টু আর সীমার দাম্পত্য জীবন। এখন থেকে ‘সীমার বিশ্বাসের ফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে’ শুধু।

‘... আর রচিত হয় না রাতের নৈশবব্দ ভেঙ্গে
কোনো শব্দময় সেতু -ভালোবাসার চলে শুধু একই বিছানায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বীপ দ্বীপ খেলা
অতলান্তিক ভুলে ডুবন্ত ভালবাসার টাইটানিক
ধীরে ধীরে বিগত এবং আটপৌরে হয়ে যায়।
কোনো এক নারী কিংবা নারীরা'।

'প্রিয়জন, প্রয়োজন' কবি অনুভব করেন! স্পষ্ট করেই বলতে চান মীনাক্ষী তাঁর প্রাণের প্রয়োজনে তাকে প্রয়োজন। সন্ধ্যামালতী, দোলনচাঁপা, দোপাটির সুবাসে সন্তানের স্নেহ ভালবাসায় আর সমাগত সন্তান সুখে 'এখনো বেঁচে আছে সংসারী আশা' কবির। ভাঙ্গা স্বপ্ন গড়ার কারিগর কবি মীনাক্ষী ভট্টাচার্য। 'ভালোবাসার শিমূল তুলো'তে তিনি স্বপ্ন ভাঙার কাহিনী বলেন, আবার 'জীবন যাপনে' এসে স্বপ্ন গড়ার উপাখ্যান শোনান; ত্রিপুরার কবিতার পাঠকদের। প্রিয়জন প্রিয়জন এই ভাবনার অনুবিশ্বেই 'তুমি যদি হঠাৎ করে' তে নারীর স্বপ্ন ছবি আঁকেন -

'তুমি যদি হঠাৎ করে চোখটি তোলো
আকাশে জ্যোৎস্না ফোটে, বাতাস এলোমেলো
তুমি যদি হঠাৎ করে বাজাও বাঁশি সেই সুরেতে ফুটে ওঠে জুঁই, বেলির হাসি
তুমি যদি দৃষ্টি মেলো শীতের শেষ বেলা
বুকের মধ্যে অনেক হাওয়া করে তখন খেলা'

সাহসী এক তরুণী কবি পাঞ্চালি দেববর্মা যখন সেই ১৯৭৩ সালে কয়েকজন তরুণ কবির সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছিল তাতার কবিগোষ্ঠী, প্রকাশ করেছিল 'তাতার' নামে কবিতার সাময়িক পত্রিকা, সেদিন তাঁর মধ্যে দেখা গেল উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি! তাঁর কবিতা তখন আধুনিকতায়, নির্ভীক সত্ত্বায়, ধ্বনি শব্দের নতুন প্রয়োগে, গভীর ব্যঞ্জনায় মননশীল পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। নারী হিসেবে নয়, কবি হিসেবে তিনি একেবারে সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিনা বিতর্কে। 'বিলাপ' আর 'শেকল' শব্দের প্রতিধ্বনি অনায়াসেই স্থান করে নেয় তাঁর কবিতায় -

'করতলে অনেক বিলাপ নিয়ে বসে আছি
হাতে হাত রাখলেই শেকল হয়ে যায়'।

ত্রিপুরার জনজাতি পরিবারের মেয়ে পাঞ্চালি। ত্রিপুরার ভূমিকন্যা বলে তার বিশিষ্ট পরিচয় আছে। পাঞ্চালির কবিতা ত্রিপুরার আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে - এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও লেখিকা বার বার হৃদয়ের টানে কলম তুলে ধরে জীবনের কথা বলতে চেয়েছেন, বিচিত্র ভাবনার গভীর মনন চর্চার মধ্য দিয়ে। অনুভূতির সূক্ষ্মকণা তীক্ষ্ণতায় খুঁজেছেন সুনীল আকাশ -

'তুমি বলেছিলে সাত সমুদ্দের কথা -
যেখানে মুক্তোর ব্যথা শুধু আমরাই বুঝবো
ঢেউয়ের ফেনার ফেনায়,
সুনীল আকাশ আমরাই খুঁজবো'।

সমস্ত নারীরা যেন তার স্তবকে একসাথে দল বেঁধে কথা বলে ওঠে, একতার, যৌথকণ্ঠে কবি সুর তুলেন –

'আমি একা নই'
অনেক নিয়েই যাত্রা শুরু হবে-
আমরা লক্ষ্যমাত্র'

মাতৃত্ব নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের মঙ্গল কামনায় সদা ব্যস্ত থাকেন তিনি। স্নেহময়ী মঙ্গলময়ী মায়ের কোন বিকল্প নেই। নারী হিসেবে পাঞ্চালি সেই স্নেহের জায়গাটি তাঁর কবিতায় চিহ্নিত করতে পেরেছেন। নিজের মেয়ের সম্পর্কে কতটা চিন্তিত হন মা এই বিষয়টিকেও কবিতায় তুলে এনেছেন কবি -

'আমাকে নিয়ে দুঃখ নেই
দুঃখ তোকে নিয়ে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘর থেকেও বে-ঘর
হয়ে আছিস মেয়ে।
আগ্রাসী ডাল পালায়,
বসার জায়গাটুকু ও নেই। ...
এই এ টুকুন মেয়ে
কতটুকু আর পারবি লড়তে কবুতর মন নিয়ে'?

কিছু মিথ্যে অপবাদ দিয়ে নিরীহ একজন লেখক কে খুব সহজেই আক্রমণ করা যায়। আর সে লেখক যদি নারী হয়, তবে তো আর কথাই নেই। নারীকে পিষে মারতে ধর্মান্ধ মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকলেই তো সিদ্ধহস্ত।[৫] তবুও নারী পুরুষকে ভালোবেসেছে যুগ যুগ ধরে, শ্রদ্ধা করেছে, ভক্তি করেছে। পাঞ্চালির কবিতায়ও আমরা দেখি সেই পুরুষকে পাশে রাখার আত্ম নিবেদন -

'থাকো খোশবাই চাঁদ দেবো তোমাকে
মুঠোয় করা রামধনু, নীল দর্শন শব্দদ্বীপা।
আরো দেবো নিঃস্বার্থ বিশ্বস্ততা অপর্যুষিত ভালোবাসা'।

মহিলা কবিরা নিজের কথা একান্ত নিভৃতে বসে কবিতার স্তবক মালায় নকশীকাঁথার মত এঁকে যান অবিরত। পার্বত্য ত্রিপুরায় বসে যে কজন নারী কবিতা লিখছেন তাঁরা সত্যিকার অর্থেই বীরাঙ্গনা সাহসী শিল্পী। একবিংশ শতাব্দীর খোলা ময়দান, ত্রিপুরায় বসে যে কজন তরুণী কবি নিয়ত নিভৃতে সাহিত্যকে উর্বর করার চেষ্টা করছেন, তাদের কবিতায় অবলীলায় নারী জীবন জায়গা করে নিচ্ছে। তেমন করেই দিপালিকা দাস 'তুমি আছো' কবিতায় প্রেমিকের কথা বলেন। প্রেমিক আছে বলেই প্রেমিকা বহুদূর হেঁটে যেতে পারে। তার ক্লান্ত লাগে না। প্রেমিকের চোখে স্বপ্ননীড় রচনা করে রমণী। সে আছে বলেই যেন তার জীবন পল্লবীত সুবাসিত -

'তুমি আছো বলেই বুকের ভেতরে অতি যত্নে লালন করি ভালবাসার ভ্রূণ
এত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও অসময়ে খুঁজি সান্ত্বনা'।

ভারতীয় অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দু নারীর অংশ গ্রহণ ও স্বাধীন জীবিকার ইতিহাস বেশি দিনের পুরনো নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটই গত ৫০-৬০ বছরে কিছু উচ্চ ও মধ্য বর্গের নারীকে বিভিন্ন অর্থকরী পেশাতে টেনে এনেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সে সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু শূদ্র নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি হস্তশিল্প এবং নানাবিধ সেবা বৃত্তির সাথে যুক্ত। ৬ জন নারী এত কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই তাদের প্রতিশ্রুতির সুর ও চওড়া। জীবনের দাবিতে সমাজের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ সে -

'আমাকে ফুল নয়, দাও প্রতিশ্রুতি
আমি দেবো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ
কথা দিলাম।
আমাকে ভালোবাসা নয়, দাও বিদ্রোহের ভাষা
আমি জন্ম দেবো বিপ্লবের
কথা দিলাম'
(দীপালিকা দাস)

কবি সন্ধ্যা ভৌমিক তাঁর 'আমার অন্তরাত্মার প্রতি' কবিতায় দেখিয়েছেন নজরুল সুকান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নারীর মুক্তির বার্তা -

'নজরুলে তো একেবারে ডুবস্নান বিদ্রোহী কবিতায়, বিরহ গানে। নারীর মুক্তির বার্তা পেয়েছি।
বন্দি অন্তর মহলের নির্যাতনে। সুকান্তের প্রতিবাদী কাব্য
মস্তিষ্কে তুলেছে আগুন ঝড়'।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। নারীরাই পরিবারের ভিত্তি, সমাজের শক্তি - এই কথা আমরা ঐদিন আলোচনা সভায় প্রায় সব বক্তারাই বলি, অথচ সমাজে নারীরাই ব্রাত্য। যদিও সারাদেশে নারীর অধিকার ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নিয়ে বছর ভর আলোচনা, বিতর্ক চলতেই থাকে। অথচ সমাজে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে তারা আজও বঞ্চিত। কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য অধিকাংশ নারী নানাভাবে মুখোমুখি হন সামাজিক আর্থিক বঞ্চনা, বৈষম্য এবং নির্যাতনের। খুব কম ক্ষেত্রেই এর প্রতিকার চোখে পড়ে। ত্রিপুরার বিখ্যাত কবি জয়া গোয়ালা এমনই অবহেলিত এক নারীর কথা তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন -

‘ভালারে মরদ হামার শহীদ হইল জান দিয়ে
আর বাবুরা খায় দায় কুড়ায় জমায়
মন মাতায়, হরা ভরা দিন
আর হে দিকে দ্যাখ লছমনিয়ার মায়ের মুঠা হাতটা খালি
বিলকুল খালি
জবান নাই, মান নাই, লেবেন চুষটা থাকলেও হাতে যে কন কিছুই নাই, আচ্ছা কেনে এমন গো, এ-বাবুমশাই’
(বকোয়াস)

এই অবহেলিতা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাই নিরন্তর সামাজিক আন্দোলন। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির অদম্য প্রয়াস। নারীর কষ্টের যেন সীমা নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সেই বেহুলার কাল থেকে আজ অবধি তারা কতই না যাতনা কাঁধে বহন করে দিন গুজরান করছে। স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিতে গাঙ্গুরের জলে দিনরাত ভাসতে হয়েছে বেহুলাকে মরা স্বামীর দেহ নিয়ে, নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। মরমী কলমের স্পর্শে তাই আজ ও ‘ভাসান’ লিখতে হয় কবি কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়কে -

‘কোথায় শেকড় ছিল ভাসলি কোথায়?
ভেলা আর বেহুলা শুধু ভেসে যায়।
ভাসে দিন ভাসে রাত ঝরে কি তুফানে
বেহুলার বারোমাস্যা ভেলা শুধু জানে।
একই কালি দিয়া বিধি ভাগ্য কি লিখিলা
বেহুলাই ভেলা নাকি ভেলাই বেহুলা’।

পার্বত্য ত্রিপুরায় টংঘরের ছবি প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি বালিকার নূপুর নিক্কনে আজ আর মন রোমাঞ্চিত হয় না। সবুজ অরণ্য আজ যেন স্তব্ধ নিস্তেজ। স্বাভাবিকভাবেই ভূমিকন্যাদের কান্নার রং হয় বিচিত্র। তারা খোঁজে, কাউকে খুঁজে চোখের জলে, পাহাড়ের বুকে মন-ডানা ঝাপটিয়ে -

‘স্তব্ধ সবুজ অরণ্যে
বুকের ভিতর ঝরে
নিঃসঙ্গতার কান্না
হাজার মানুষের ভিড়ে
আজও খোঁজে
সেই দুটি চোখ
জুমের আগুনে
ভূমিকন্যা কাঁদে’
(ভূমিকন্যা, গৌরী দেববর্মন)

পার্বত্য বালারা মন কান্নায় ভিজেও নতুন নতুন প্রত্যাশা নিয়ে জেগে থাকে কবি গৌরীর কবিতায়। পাহাড়ে ফেলে আসা স্বপ্ন নীড়ের কথা তার নায়িকারা ভুলে যায় পর্বত বালকের ‘গায়ের গন্ধ’ পেলে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 77 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'ঘর সংসার নাইবা পেলাম
পেয়েছি তোমার গায়ের গন্ধ আমার বুকে ফুটে থাকা পদ্মর কাছে'
(বহমান গঙ্গা)

বনবালা নারী দুর্বলা নয়। তারা প্রতিবাদ করতে জানে। বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভে তাদের মুখে নতুন করে বাঁচার বোল ফুটে। নতুন সংগ্রামে তারা অবতীর্ণ হয় নারী মুক্তির জন্য। বিগত শতাব্দীতে কোটি কোটি কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে। প্রতিদিন অজস্র নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলছে। সংবাদপত্র কিংবা টিভির পর্দায় চোখ রাখলেই প্রতিনিয়ত দেখা যায় নারীর প্রতি অবহেলা, অত্যাচার, স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা,পণ না দেওয়ায় বধূর মৃত্যু, স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার মর্মান্তিক ও নির্মম ঘটনার খবর। আমাদের সমাজের মেয়েদের এখনো একটা ভালো অংশই ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমাদের সংবিধান নারীর অধিকার স্বীকার করে। কিন্তু সমাজে এখনো সেই অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয়। নারীদের এই অধিকারহীনতার পাশাপাশি রয়েছে নিরাপত্তার অভাব। আইনের সহায়তা না পেয়ে নিপীড়ণ নির্যাতনে পিষ্ট নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি স্তরেই লিঙ্গ বৈষম্যের ছবি। এ সবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চায় কবি সারিতা সিংহের 'মৈতৈ নারী' -

'আমায় দুর্বলা
আমায় অবলা
ভেবে তুমি ভুল করো না। ...
এসেছে সময়
নতুন এক সংগ্রামের
এসেছে সময়
এক নূতন জয়গান রচনার
সংগ্রাম বাঁচার ...'

মেয়েদের জীবনের যন্ত্রণার নানান আখ্যান আমরা পাই ক্রাইরি মগ চৌধুরীর 'আ : কি যন্ত্রনা মায়েদের বুকে' এই রচনাটি থেকে।

পার্বত্য ত্রিপুরার নদী গোমতীর জল ছবিতে জামাইষষ্ঠীর আলপনা এঁকেছেন মা। নতুন জামাই আসবে এবারে ডালিম তলা দিয়ে। সময়ের বুক চিরে তাই আলোর আভা ভাসছে। ভাঙ্গা বুকে ষাটের জলেতে স্বপ্নমালা গাথা হবে আবার।[৭] শাশুড়ি কেন্দ্রিক একটি নারী সংস্কৃতির নাম জামাই ষষ্ঠী। এখানে মূলত রয়েছে মা, মেয়ে আর জামাই। মেয়েরা সর্বদাই সংসারের সকলের মঙ্গল কামনা করেন। এই সংস্কৃতি বা নারী কর্তৃক আচরিত উৎসবটির মূলেও তাই রয়েছে। নারীর চোখ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই দিকটিও এড়িয়ে যায়নি। কবি শেফালি দাস তাঁর 'মধুমাস' কবিতায় লিখেছেন -

'মধুমাসে শ্বশুর বাড়ি
জামাই এলো নিয়ে মিষ্টি
খুশির বানে ভেসে যায়
জামাই ষষ্ঠী'।

খুশির বানের পাশাপাশি গোপা রায় যেন লেখেন সবুজ স্বপ্নের আখ্যান -

'সামাজিক ক্লেদ- গ্লানি তবে আর নয় -
মাতৃজঠরেই জ্বলুক অসংখ্য প্রদীপ
আলো ঝরুক মমতায়
সভ্যতার ঝর্ণাধারায় পরিস্নাত হোক পৃথিবী কুমারী
মাটি সবুজ হোক স্বপ্ন সুষমায়'।
(তবুও সবুজ হোক স্বপ্ন)

ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় নারী প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে মনে পড়লো এই কথাটি; 'নতুন কিছু করো'র ঝোঁকে তরুণ কবিদের শিরোদেশে উনপঞ্চাশী পবন ভর করে, তখন যুগের চেয়ে হুজুগের দিকে কলম ছুটে চলে। নব্য কবিতার জন্ম লগ্নে সেরকম দুর্ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কখন দুর্বোধ্য শব্দের টংকার তুলে, কখনো ভাব-ভাষাকে মুচরিয়ে দুমড়িয়ে এমন উৎকট উদ্ভট ব্যাপার ঘটে যে ব্যাকরণ-অভিধান-ভাষাবিজ্ঞান-ধর্মশাস্ত্র মন্থন করেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না। সে যাই হোক, আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে পাগলামির এলোমেলো হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে কবিতা সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কবিতা ভূগোল - ইতিহাসের চৌহদ্দির বাইরে হলেও প্রত্যেক জাতিরই বিশেষ ধরনের প্রবণতা ও ঐতিহ্য আছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রগতির যথার্থ মিল হলে সাহিত্যের যে কোনো শাখা জীবন্ত হয়ে ওঠে। কবিতার সম্বন্ধেও সেকথা আরও বেশি সত্য। ইতালির তরুণ কবিরা এই সাদা কথাটি বুঝতে পেরেছেন তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।[৮] ত্রিপুরার নারী চেতনার কবিতায় নারীর হৃদয়ের কথা তাদের স্তবকের পরতে পরতে সুসজ্জিত। মমতাময়ী জননী এবং ভগিনীর স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি কবিতাগুলির মুখশ্রী। কৌলিন্য প্রথা, পণ প্রথা, বধূ নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গ সুন্দরী ত্রিপুরার মহিলা কবিদের কবিতার চরণে চরণে লক্ষণীয়। নারীদের যাবতীয় সুখ ভোগ আনন্দ ,সাধ আহ্লাদ এবং এগুলো থেকে বঞ্চনা, ইত্যাদির একটি যোগফল যেন ত্রিপুরার লেখিকাদের কাব্যের জগত। নারী জাতির প্রতি অন্যায়, অবিচার, শোষণ ,নিপীড়ন, শিশু ধর্ষণ, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, বৈষম্যমূলক আচরণ এসবের আখ্যান বোধয় পার্বত্য ত্রিপুরার নারী কবিদের কবিতা।

দিকে দিকে নারী জেগে উঠেছে, সমাজ টের পেয়েছে। নারীর প্রতিবাদই তার প্রমাণ। সমাজের নানা স্তরের মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে নারী কল্যাণে দিকে দিকে আজ কর্মসূচি পালিত হয়। তবে সমাজের মেয়েদের সম্পর্কে সার্বিক সচেতনতা না আসা পর্যন্ত কোন প্রচেষ্টাই সার্বিক সাফল্য পাবে না। সমাজের অর্ধেক অংশ পিছিয়ে থাকলে সেই সমাজের পূর্ণ বিকাশ কোন দিনই সম্ভব নয়। এই বিষয়টির মর্মমূলে প্রবেশ করাটা খুবই জরুরী। নারী সমাজের পূর্ণ মুক্তির লক্ষ্য সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে তারা প্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে - এই প্রত্যয়ী ভাবনায় সিক্ত যেন ত্রিপুরার এক একটি নারী প্রসঙ্গ বিষয়ক বাংলা কবিতা। নারীর ক্ষুরধার কলমের ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ ত্রিপুরার বাংলা কবিতার কাগজে ছাপানো কালির মোড়কটি উঠিয়ে দিলে মনের দরজায় এসে অন্তর-ছলাৎ সজীব-সত্ত্বা, নারী-সত্ত্বা কড়া নাড়ে; ধোঁয়াশার ঘোর কাটিয়ে দগদগে বাস্তবের মা, মাটির গা ঘেঁষে অন্তঃসলিলার মতো বইতে থাকে নারী কণ্ঠে, ছন্দে-সুরে। ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় প্রাণ আছে; মায়ের স্নেহ মাখা সুবাস আছে! মাতৃদেবীর আশিস-বর্ষা কবিতা গুলোকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করেছে। পংক্তিমালার সোনালি শিশির নারী প্রেম প্রেরণা যোগায়- পুরুষ পাঠকটি স্নাত হয় কল্যাণীর পবিত্র প্রেমে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮-০৯ পৃ. ৫১৫
২. সাহা, বীজেশ (সম্পাদিত), প্রতিভাসের কবিতা প্রতিমাসে, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২, জুন ২০০৯, পৃ. ৩৫
৩. ভট্টাচার্য, কল্যাণী (সম্পাদিত), নারী যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে, মানব প্রকাশনী, ২০০৫ পৃ. ১২১
৪. তদের, পৃ. ১২৬
৫. সাহা, বীজেশ (সম্পাদিত), তদেব, পৃ. ৩৪
৬. দাস ঝর্ণা (সম্পাদিত), দলিত সংগ্রাম, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৭
৭. দাস, জয় কুমার (সম্পাদিত), মোহনা, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০১১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিত, তদেব, পৃ. ৪৪১-৪২